হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ২০০৯, কলকাতা ✿ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

সাভারকর বলেছিলেন রাজনীতিকে হিন্দুঘেঁষা করো। এই কথায় নিষ্ঠুর সত্য আছে, তাই আমাদের কাছে সহ্য হল না। মহাত্মা গান্ধী বললেন, যে কোন মূল্যে হিন্দু মুসলিম ঐক্য চাই। আমরা এই মিথ্যের পিছনে দৌড়ে অর্ধেক ভারত হারালাম। ----শিবপ্রসাদ রায়

আমতার নোরিট গ্রামে হিন্দু নারীদের উপর নির্মম অত্যাচার

আমতার হিন্দুরা সামান্য হলেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে

হাওড়া জেলার আমতা থানার সিরোল মৌজায় নোরিট গ্রাম। গ্রামের বাসিন্দা সনৎ কুমার রীত। সনৎ বাবুর দোকান নারিট বাজারে। রবিবার ৯/৮/০৯ দুপুরে দোকান বন্ধ করে বাড়ী ফিরছিলেন। ফেরার পথে গ্রামের মুখে দত্তদের বাড়ীর কাছে বসে মদ খাচ্ছিল তিনজন (১) সেখ গালিম, পিতা মৃত সামসের, (২) সেখ কামাল ও (৩) সেখ চন্দন। সনৎ রীত তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়ে সনৎ বাবুকে মারতে শুরু করে। গালাগালি দিয়ে বলতে থাকে, তুমি মাতব্বর হয়ে গেছ? এর পরে মুসলিম পাড়া থেকে সেখ লালু মল্লিক, পিতা নৌসাদ; মহিউদ্দিন সেখ, পিতা মৃত গফুর; সেখ কামাল, পিতা দেলসাহাদ; সেখ লালচাঁদ, পিতা লুৎফর রহমান; সেখ বাবলু, পিতা লুৎফর রহমান; সেখ আবুল, পিতা পাঞ্জাব আলি; সেখ বসির, পিতা সেখ মাইনুর, সেখ কামাল, পিতা জামাই নাওসের; সেখ মতি, পিতা সেখ দেলসাহাদ; সেখ মতি, পিতা সেখ আহমেদ, সেখ রহমান, পিতা মৃত কাপের; সেখ মন্টু, পিতা সেখ বরকত এবং আরো অনেকে হিন্দু পাড়ায় আক্রমণ করে।

ভরদুপুর বেলাতে গ্রামে পুরুষ মানুষ বিশেষ না থাকায় নোরিট গ্রামের মহিলারা প্রথমে

নোরিটে মুসলিম আক্রমণে আহত পদ্মা দত্ত ও রেখা দত্ত ।

এক-দুজন বেরিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মুসলিম দুষ্কৃতিরা ঐ মহিলাদেরকে মারধোর করে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, অনেকে বোঝার আগেই মুসলিমরা ঝাপিয়ে পড়ে গ্রামে। তাতে অনেক মহিলা গুরুতর আহত হয়। শুধু আহতই নয় অনেকের কানের, গলার, হাতের সোনা ছিঁড়ে নেয়। গ্রামের ১৬জন গুরুতরভাবে আহত হয়। (১) গোপাল পাল (পিতা ৺মুরারী মোহন পাল), গুরুতর আহত, বুকের কয়েকটি হাড় ভেঙেছে, লাংসেও আঘাত পেয়েছে। (২) তনুজা পালের (স্বামী গোপাল পাল) হাতের, গলার অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয়। (৩) লতা পাল (স্বামী তুলসীচরণ পাল) আহত। (৪) নুপুর রীতের (স্বামী হারাধন রীত) সোনার অলঙ্কার কেড়ে লাঠির আঘাতে আহত করে। (৫) কনক দত্তকে (স্বামী জয়দেব দত্ত) পায়ে দা দিয়ে কুপিয়েছে। (৬) নারায়ণ গুইকে (পিতা ৺কুঞ্জবিহারী গুই) তরোয়ালের কোপ মারে। (৮) শিল্পা রীতকে (স্বামী তপন রীত) ঘর থেকে বের করে সোনার অলঙ্কার কেড়ে নেয়। (৯) আল্পনা পালকে (স্বামী মাধব পাল) লাঠি পেটা করে। (১০) বিমল দত্ত (পিতা ৺কালিপদ দত্ত) তরোয়ালের আঘাতে আহত। (১১) বাসন্তি দত্ত (স্বামী দিবাকর দত্ত)। (১২) রেখা দত্তের (স্বামী উদয় দত্ত) কানের দুল ছিড়ে নেয়, কান কেটে যায়। (১৩) সতন দত্ত (স্বামী কাশীনাথ দত্ত)। (১৪) সখি সোনা রীত (স্বামী মানিক চন্দ্র রীত)। (১৫) রাণু দত্ত, স্বামী নিতাই দত্ত। (১৬) সুচিত্রা দত্ত (স্বামী নারায়ণ দত্ত)।

এই সকল আহতদের আমতা থানার বড়বাবু নিজেই গাড়ী করে আমতা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পরে আবার উলুবেড়িয়া হাসপাতালেও ভর্তি হয় অনেকে।

এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে সনৎ রীত নিজে থানায় অভিযোগ জানান ৯/৮/০৯ তারিখে।

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

মুর্শিদাবাদের দাঙ্গার শিক্ষা ঃ কারা আমাদের প্রতিবেশী

ঝাউবোনায় মুসলিম আক্রমণে ভস্মীভূত পরিবার।

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গার নওদায় গত ১০ জুলাই যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, তার বিবরণ এই পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। দাঙ্গার ১৮ দিন পর এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে যে দৃশ্য দেখা যায় ও যা জানা যায় তার বিবরণ এইরকম—ঝাউবোনা গ্রামের একটি পাড়া দাড়াপাড়া, অপর পাড়া শেখপাড়া। এই দুটি পাড়া গায়ে লাগা। অর্থাৎ, দাড়াপাড়ার শেষ হিন্দু বাড়িটির পরের বাড়িটাই একজন মুসলমানের। সেখান থেকে শুরু হয়ে গেল শেখপাড়া। অর্থাৎ ঝাউবোনা গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানরা একেবারে গায়ে গায়ে লাগা প্রতিবেশী।

ঝাউবোনা হাইস্কুলে শুক্রবারের নমাজ পড়া নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হতেই শেখপাড়া থেকে সব মুসলমানরা হাতে দা, কিরিচ, হেঁসো, তরোয়াল, বন্দুক, বোমা ও বাঁশ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল হিন্দু দাড়াপাড়ার দিকে। সব থেকে আগে ছিল হান্নান শেখের ছেলে হালিম শেখ। হালিম একটা ধারালো কিরিচ হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে অকথ্য গালাগালি করতে করতে হিন্দু বাড়িগুলিতে হামলা করছিল। তার সঙ্গে অন্য মুসলমান যুবকরা। আর তাদের পিছনে পিছনে শেখপাড়ার মেয়ে বৌ ও বাচ্চারা। হালিমরা সামনে যাকে পেল কিরিচ, হেঁসো, দা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। হিন্দুরা প্রাণভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাল। তখন ঐ মুসলমানদের বৌ-মেয়ে ও বাচ্চারা হিন্দু বাড়িগুলি থেকে সমস্ত লুট করে সাইকেল ভ্যানে করে ও বাচ্চাদের মাথায় করে শেখপাড়ায় নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যেতে লাগল। কিছু কিছু হিন্দু ভিতরের ঘরে বা দোতলায় দরজা-জানলা বন্ধ করে লুকিয়ে ছিল। তারা দরজা জানালার ফাঁক দিয়ে অসহায়ভাবে এই লুট দেখতে থাকল। এমনকি গৃহস্থের গাইগরু, বলদ, ছাগল ও দড়ি খুলে নিয়ে যেতে লাগল।

ঝাউবোনা গ্রামের দাড়াপাড়ার সমস্ত হিন্দু বাড়ি লুট হয়ে গেল বিনা বাধায়। মুসলমানরা নিল সমস্ত কাঁসা, পিতল ও স্টিলের বাসনপত্র, হাঁড়ি-কড়াই সব, জামাকাপড় ভর্তি বাক্সগুলো, আলমারি ভেঙে তাতে রাখা টাকা ও সোনার সমস্ত গহনা, ধান, সরষে, ধনে ও তিলের বস্তা, সাইকেল, এমনকি শোয়ার চৌকিও ভ্যানে করে নিয়ে গেল। যাদের বাড়ির যা যা লুট হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিবরণ এই প্রতিবেদক সংগ্রহ করেছে। সেই তালিকা সংগঠনের দপ্তরে রাখা আছে।

এইভাবে মনোরঞ্জন চৌধুরীর বাড়িতে যখন মুসলমানরা ঢুকল, তখন তার স্ত্রী শ্যামলী চৌধুরী রান্না করছিলেন। তিনি এই প্রতিবেদককে জানালেন, তাঁর বাড়ি থেকে ১ সাইকেল, ১ চৌকি, সমস্ত কাঁসাপিতলের বাসন, ১২ বস্তা ধান, ২ বস্তা রাইসরিষা, ১ ভরি সোনার গহনা ও একহাজার নগদ টাকা ওরা নিয়ে গেল। তারপর রান্নাঘরটায় আগুন দিল। শ্যামলীদেবী সেদিনকার কথা মনে করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন যে তিনি তখন তাঁর ছোট বাচ্চাকে নিয়ে না পালালে বাচ্চাসহ তাঁকে মুসলমানরা পুড়িয়ে মেরে দিত।

হিন্দুপাড়ায় সব থেকে সম্পন্ন ব্যক্তি মানিক মন্ডল। তাঁর আড়তের ব্যবসা। দোতলা পাকা বাড়ি, মোটরবাইক। হয়ত ব্যবসার নিরাপত্তার জন্যই শেখপাড়ার মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর পরিবারের একটু বেশী মেলামেশা। এমনকি বাড়ির মহিলাদেরও। এই নিয়ে দাড়াপাড়ার

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

হিন্দু সংহতির উদ্যোগে রক্তদান শিবির

দক্ষিণ ২৪ পরগণার আমতলা হিন্দু সংহতির স্থানীর কর্মীদের উদ্যোগে ২ আগষ্ট রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। আমতলা ব্যবসায়ী সমিতির ভবনে এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন ডায়মণ্ড হারবার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী অমলানন্দজী মহারাজ। কলকাতা পিপলস ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় এই শিবির সুসম্পন্ন হয়। বত্রিশজন রক্তদাতা রক্তদান করে। উপস্থিত জনসাধারণের আগ্রহে আবার রক্তদান করার সম্মতি জানানো হয়। সমিতির ভবনে বিকালে কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ।

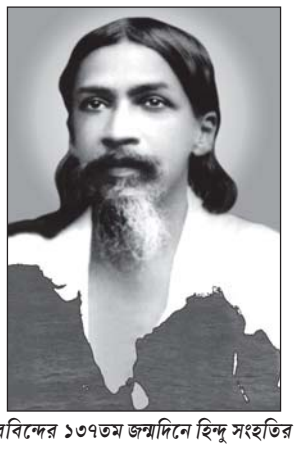

ঋষি অরবিন্দের ১৩৭তম জন্মদিনে হিন্দু সংহতির শ্রদ্ধার্ঘ্য

আমাদের কথা

—স্বাধীনতা

সংহতি সংবাদ দ্বিতীয় বছরে পা রাখল। ঠিক এক বছর আগে ২০০৮ সালের ১৪ই আগষ্ট এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হয়েছিল। ১৪-ই আগষ্ট দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তানের জন্মদিবসকে স্মরণ করার জন্য নয়, ভারত ভাগের দুঃখ ব্যথা ও অপমান ভরা দিনটিকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। আবার ১৪ই আগষ্ট এসেছে। সাথে সাথে ১৫-ই আগষ্ট। খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতার দিন। ৬৩-তম স্বাধীনতা দিবস। আমরা আজ স্বাধীন খণ্ডিত ভারতের নাগরিক। স্বাধীনতা অবশ্যই আনন্দের, গর্বের। কিন্তু আমাদের দেশ যেমন খণ্ডিত, আমাদের স্বাধীনতাও তেমনি খণ্ডিত, আংশিক, রাহুগ্রস্ত। কারণ, আমরা আজ বিদেশী শাসকের অধীনস্থ না হলেও যে স্বদেশী শাসকগোষ্ঠী এদেশ চালাচ্ছে, তারা বিদেশী ভাবধারায় আচ্ছন্ন। তাই এদেশের শাসকশ্রেণী এদেশের কোন মহান ঐতিহ্যকে দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেনা। ফলে দেশবাসীর মধ্যে নিজের দেশ সম্বন্ধে গর্ববোধ ও ভালোবাসা তৈরী হয় না। এখন তো ইংরেজ আমাদের পড়াশোনার পাঠ্যসূচী তৈরী করে দেয় না। তাহলে আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে কি এসকল কথা পাঠক্রমের মাধ্যমে জানাবার দরকার ছিল না যে বিশ্বের প্রথম গ্রন্থ আমাদের দেশেই রচিত হয়েছে, বিশ্বের প্রথম মহাকাব্য আমাদের দেশেই রচিত হয়েছে, দর্শন, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্র আমরাই বিশ্বকে প্রথম দিয়েছি, আমাদের নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বে সব থেকে পুরানো, আমাদের অজন্তা ইলোরার শিল্পকলা বিশ্বের সকল শিল্পকলার মাতৃস্বরূপা, জ্যোতির্বিজ্ঞানে আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যভট্ট, বরাহমিহির ইউরোপের গ্যালিলিও-কোপারনিকাসের বহু পূর্বেই সূর্য চন্দ্র ও পৃথিবীর সব গতির রহস্য উদঘাটন করেছিলেন, আমরা যখন শক্তিশালী ছিলাম তখনও কোন পররাষ্ট্রকে আমরা আক্রমণ করিনি, অতীতে আমরা বিদেশে সেনাবাহিনী পাঠাইনি, সন্ন্যাসী পাঠিয়েছি যাঁরা গিয়ে ধর্মান্তর করেননি, সেখানকার মানুষকে সভ্য করেছেন, যুগে যুগে আমরা বিশ্বের সমস্ত দেশের ও ধর্মের নিপীড়িত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছি, আমাদের দেশে অতীতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছিল, এদেশে কাউকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়নি বা শাস্তি দেওয়া হয়নি, যা ইউরোপে ইন্‌কুইজিশন-এর নামে হয়েছিল, অতীতে আমাদের দেশ এত বৈভবসম্পন্ন ছিল যে এদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য ইউরোপের রাজা রাণীরা তাদের নাবিকদের দুর্গম সমুদ্রযাত্রায় পাঠাতেন ভারতে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করার জন্য, ইউরোপের নাবিকরা গোটা আমেরিকা মহাদেশটাই আবিষ্কার করেছে ভারত আসার সমুদ্রপথ খুঁজতে গিয়ে, আমাদের দেশের এক রাজা ১২ বছর পর পর তাঁর ভাণ্ডারের সমস্ত ধনসম্পদ প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন—এরকম আরও কত কত তথ্য।

ছোটবেলা থেকেই এসব জানলে দেশবাসীর মধ্যে স্বাভিমান তৈরী হত। স্বাভিমান তৈরী হলেই আত্মবিশ্বাস জন্মাত। আর সেই আাত্মবিশ্বাসী জাতি প্রায় হাজার বছরের পরাধীনতার পর দেশটাকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারত। তার ফলে দেশ থেকে দূর হত অনাহার, পুষ্টিহীনতা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা। কিন্তু তা হয়নি তার কারণ আমাদের দেশের শাসকশ্রেণীর বিদেশী ভাবধারায় আচ্ছন্ন ক্রীতদাসসুলভ মানসিকতা। এই শাসকগোষ্ঠীর কারো চোখে ইংলণ্ড আমেরিকার চশমা তো কারো চোখে চীন-রাশিয়ার চশমা। নিজের দেশের অতীত সম্বন্ধে এদের মনে কোন গর্ববোধ নেই। ৬৩-তম স্বাধীনতা দিবসে আমরা এই আশা করি যে স্বাভিমানপূর্ণ জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক মানুষদের হাতে ভারতের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত হোক, তবেই সহস্র শহীদের রক্তমূল্যে অর্জিত এই স্বাধীনতা হবে সার্থক, ফলপ্রসূ।

জেহাদের লক্ষ্য খিলাফৎ স্থাপন

২৬/১১ মুম্বাইয়ে জেহাদী জঙ্গী হামলার প্রধান ষড়যন্ত্রকারী ছিল পাকিস্তানের জামাত-উদ-দাওয়ার প্রধান হাফিজ সঈদ। লস্কর-ই-তৈবা আমেরিকার চাপে নিষিদ্ধ সংগঠন। জামাত-উদ-দাওয়া উপরে লস্কর-এর প্রকাশ্য সংগঠন। মুম্বাই হামলার পর পাকিস্তান সরকার হাফিজ সঈদকে একবার গ্রেফতার করে গৃহবন্দী রেখেছিল। তারপর পাকিস্তানের কোর্ট বলল যে সরকার হাফিজের বিরুদ্ধে কোনো জোরালো প্রমাণ পেশ করতে পারেনি, তাই কোর্টের আদেশে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। লস্কর-ই-তৈবা ভারতে জেহাদী, জঙ্গী, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাতে পাকিস্তানের প্রধান হাতিয়ার।

এরা প্রকৃতপক্ষে কি চায়? এদের প্রধান প্রেরণাদাতা হাফিজ সঈদ ১৯৯৯ সালে একটি বক্তব্যে বলে— ''তারা বৃহত্তম ইসলামিক খলিফাতন্ত্র স্থাপন করতে চায়। মুসলমানরা ৮০০ বছর ধরে স্পেনের আন্দালুসিয়াতে রাজত্ব করেছে, তারপর সেখানে শেষ মুসলমানটাও খতম হয়ে গেছে। বর্তমানে খৃষ্টানরা সেখানে শাসন করছে, তাদের হাত থেকে সেই রাজত্ব আবার আমাদের ছিনিয়ে নিতে হবে। কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, আসাম, নেপাল, বার্মা, বিহার, জুনাগড় সহ গোটা ভারতটাই মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সাম্রাজ্য আজ হারিয়ে গেছে কারণ মুসলমানরা জেহাদ ছেড়ে দিয়েছে বলে। প্যালেস্টাইন দখল করেছে ইহুদীরা। জেরুজালেমে পবিত্র কিবলা আজ ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে। অবিশ্বাসীদের হাত থেকে এই সমস্ত স্থান উদ্ধার করা আমাদের কর্তব্য।'' অর্থাৎ মধ্যযুগের খিলাফৎ বা খলিফাতন্ত্রী যার অধীনে থাকবে সমস্ত ইসলামিক রাজ্যগুলি, সেই খলিফা শাসনকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার মহান ব্রত নিয়ে লেগে আছে এই লস্কর-ই-তৈবা, জামাত-উদ্‌-দাওয়া ও হাফিজ সঈদরা। তাদের সেই ব্রতে আহুতি ঢালতে সহমর্মীদের সংখ্যা আমাদের দেশে খুব কম নেই।

[সূত্র ঃ টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ২৯.০৭.০৯]

প্রথম পাতার শেষাংশ

আমতার নোরিট গ্রামে হিন্দুরা.....

অভিযুক্ত সকল সাম্প্রদায়িক আক্রমণকারীদের নামও জানানো হয়। ফল হল বিপরীত। ঘটনাকে আয়ত্তে আনতে পুলিশ পিকেট বসানো হয়, র‍্যাফ নামানো হয়। এস ডি পিও থেকে এসপি স্বয়ং ঘটনাস্থলে যান।

চিত্র নাট্যের পট পরিবর্তন করে মুসলিমরা। তারা একটি পোড়ো কাঠ, জ্বালানি রাখা ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ২০-২৫ জন মুসলমান মাথায় কাপড় বেঁধে থানায় বসে থাকে হিন্দুদের গ্রেফতারের দাবীতে। অদৃশ্য শক্তির চাপে একজন হিন্দুকে দোকান থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। গভীর রাতে ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় রেড করে চারজনকে গ্রেফতার করে। বাকী আরো তিনজনের নামেও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারী থাকে যারা কেউ ঘটনায় যুক্তই নয়।

ঘটনায় হিন্দুরা আশে পাশের গ্রামে ক্ষিপ্ত হতে থাকে। কয়েকটি স্থানে মুসলমানের দোকান ভাঙচুর করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বৈষম্যমূলক ব্যবহার করে। মুসলিমদের পক্ষ নিয়ে হিন্দুদের ক্ষোভকে আরো বাড়াতে থাকে। সান্ত্বনা হিসাবে তিনজন মুসলমানকে গ্রেফতার করে।

এ পর্যন্ত ঘটনাটা পড়ে মনে হতে পারে সনৎ বাবুকে হঠাৎ মেরে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা কেন? ঘটনার পট তৈরীর প্রস্তুতি আরো গভীরে। নোরিট গ্রামে বারুইজীবি সম্প্রদায়ের ৩৫শতক জায়গার উপর একটি কালী মাতা ঠাকুরাণী মন্দির। এই মন্দিরের পূর্ব পাশে গত ০২/০৬/২০০৯ তারিখে মনসা পূজা করে গ্রামবাসীরা। পাশের মুসলিম পাড়া থেকে মুসলমানরা এসে বাধা দেয়। বলে এখানে পূজা করা যাবেনা। এখানে আমরা মসজিদ তৈরী করব। এই বলে পাড়ার সমস্ত মুসলমানরা লোকজন ডেকে ঠাকুর ভাঙতে চায়। পুরোহিতকে মারধোর করে। গ্রামবাসীদের প্রতিরোধে ভাঙতে পারে না। এই ঘটনার বিবরণ আমতা থানায় জানানো হয়। পঞ্চায়েতকে জানানো হয়। পঞ্চায়েত থেকে থানায় জানানো হয়। ও. সি. মহাশয় প্রথমে পূজা করা যাবে না বলে জানান। কিন্তু পূজা কমিটি সমস্ত ক্রয় করা সম্পত্তির কাগজপত্র দেখায়। তারপর পূজা হয়। পরের দিন জোরপূর্বক প্রতিমার প্রতীকী নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করান। দুপক্ষকেই ওসি থানায় ডাকলে মুসলিমরা কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনা। হিন্দুরা তাদের জায়গা ঘিরে রাখে। মুসলিমরা হিন্দুর জায়গা দখল করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। আর এই ঘটনারই বদলা নিতে চায় গ্রামবাসীদের উপর। এই ঘটনায় যারা একটু সামনে এসে হিন্দুর সম্মান রক্ষায় তৎপরতা দেখান তারই একজন সনৎবাবু। তাই প্রথম তাঁকেই টার্গেট করা হয়। এই ঘটনা এস. ডি. পি. ও., ডি. এম. ও ডি. জিকে জানানো হলেও হিন্দুর পক্ষে কেউ থাকে না। এই পরিস্থিতিতে নেতা প্রশাসন কেউই হিন্দুকে ন্যায় দিতে পারছে না। তাই গ্রামবাসীরা নিজেরাই প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করছে।

প্রথম পাতার শেষাংশ

মুর্শিদাবাদের দাঙ্গার শিক্ষা

লোকেরা অনেকবার আপত্তিও জানিয়েছে। কিন্তু ফল হয়নি। ঘটনার সময় তাঁর গোডাউনে ছিল ৬৫ কুইন্টাল সরষে, ৫ কুইন্টাল তিল, ২ কুইন্টাল ধনে। বাড়ির লাগোয়া রাস্তার ধারে গোডাউন। মুসলিমদের উন্মত্ত তাণ্ডবের (না ভুল হল, ঠাণ্ডা মাথায় তাণ্ডব) সময় মাণিকবাবুর পরিবারের সবাই ভয়ে দোতলায় উঠে সিঁড়ির দরজায় খিল লাগিয়েছেন। বাড়ির নীচতলা থেকে ও গোডাউন থেকে সব নিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা দোতলা থেকে সব দেখছেন। কয়েকদিন আগেই মাণিক মন্ডল শেখপাড়ার এক মুসলমানকেই তাঁর একটা জমি বিক্রি করেছেন। ঐ জমি বিক্রির নগদ ২৮,০০০ টাকা আলমারিতে রাখা ছিল। সেটা নিয়ে গেল। একটা হোন্ডা পাম্পসেট নিচে ছিল। সেটা নিয়ে গেল। তারপর যখন গোয়ালঘর থেকে বাড়ির সকলের প্রিয় একটি দুধেল গাই দড়ি খুলি নিয়ে যাচ্ছে, তখন মাণিকবাবুর ৭৫ বছরের বৃদ্ধ পিতা গোপাল মন্ডল আর থাকতে পারলেন না। সকলের চোখ এড়িয়ে দোতলা থেকে নিচে নেমে এসে গাইগরুটার দড়িটা মুসলমানের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। তখন ধারালো লোহার দা ও কিরিচ দিয়ে বৃদ্ধের মাথায়, দু হাতে, দু কাঁধে, পিঠে ও মুখে আঘাত করতে থাকে তরিকৎ শেখ ও টারজান শেখ। বৃদ্ধ গোপালবাবুর উপর এই নৃশংস আক্রমণ দেখে দোতলা থেকে তাঁর পুত্রবধূ শ্রীমতী বাণী মন্ডল নেমে এসে শ্বশুরকে বাঁচাতে যান। তখন বাণীদেবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ নরপশুরা। লোহার রড দিয়ে তাঁর মুখে ও মাথায় আঘাত করে যারা বাণীদেবীর হাতেই রোজ চা-মুড়ি খেয়ে যায়। রডের আঘাতে বাণীদেবীর নাক ফেটে যায়। বাণী মন্ডলের উপর আরও কি কি ধরণের অত্যাচার হয় তা তিনি বলতে সংকোচ বোধ করেন। স্ত্রীর এই অবস্থা দেখে তাঁকে রক্ষা করতে উপর থেকে ছুটে নেমে আসেন মাণিক মন্ডল। তিনিও রক্ষা পাননা। তাঁর দুহাতে যথেচ্ছভাবে কোপায়। তাঁর দু হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। বৃদ্ধ গোপালবাবুর মাথা, দু কাঁধ, দু হাত ও পিঠে আঘাতগুলির দাগ ঘটনার ১৮ দিন পরেও দগদগ করছে। রডের আঘাতে তাঁর সমস্ত দাঁতও ভেঙে গেছে। এই তিনজনের উপর নৃশংভাবে আঘাত করেছে হালিম শেখ (পিতা-হান্নান), তরিকৎ শেখ (পিতা-মারফৎ), রফিকুল মোল্লা (পিতা-জাদু মোল্লা), হাসিরুল (পিতা-জিরাকৎ), নাসির শেখ (পিতা-হাতেম), সুবলা শেখ (পিতা-কেয়ামৎ), টারজান শেখ ও অন্যান্যরা। এরা কেউই মাণিকবাবুদের অপরিচিত নয়। তাইতো হামলাকারী সকলের নাম, বাবার নাম মাণিকবাবু ও বাণীদেবীরা সহজেই এই প্রতিবেদককে বলে দিলেন। বাণীদেবীকে আঘাত করেছিল রফিকুল, তরিকৎ ও সুবলা।

মাণিক মন্ডলের দু'হাতে ৩৪টা সেলাই পড়েছে। বাণীদেবীর নাকের উপর এখনও আঘাতের চিহ্ন। আর বৃদ্ধ গোপালবাবুর সারা শরীরে ৬০-৭০টা মোটা মোটা সেলাই দেখলাম। এই অমানুষিক অত্যাচারে ঐ বৃদ্ধ এখনও বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছেন। তাঁকে কলকাতায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কঠিন।

মদনমোহন মন্ডলের ২টি ধানের গোলার সব ধান লুট করে তারপর গোলাদুটি পুড়িয়ে দেয়। ৩টি বোমা ফাটায়। আরও নিয়ে যায় ২টি বলদ, ২টি বড় লোহার চাকা (গরুর গাড়িতে লাগে), সোনা, কাপড়, নগদ টাকা। তারপর সব ভাঙচুর করে। সুনীল মন্ডলের (পিতা-অজিত মন্ডল) বাড়ির ধান, গম, চাল সব নিয়ে গোটা বাড়িতে আগুন দেয়। গোটা বাড়ি ভস্মীভূত। সমস্ত বাড়ির বর্ণনা এই অল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়।

কাছের ত্রিমোহিনী বাজারে হিন্দুদের সমস্ত বড় দোকানগুলি মুসলমানরা লুট করে। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ সেখানে আরও অনেক বেশী।

সম্পূর্ণ এলাকা পরিদর্শন করে যে প্রশ্নটা এই প্রতিবেদকের মনে বার বার আঘাত হানছে তা হল, ঝাউবোনার হিন্দুদের কি একথা মনে হবে না যে তাদের প্রতিবেশী কারা? এই প্রতিবেশী নিয়ে কতদিন বাস করা যাবে? প্রতিবেশীরা তো কোথাও সরে যাবে না? তাহলে হিন্দুদেরকেই কি সরে যেতে হবে না? হবে নয়, হচ্ছে। বেলডাঙ্গার নওদায় গিয়ে যে কেউ দেখে আসতে পারে একটা নতুন পাকিস্তানের ফলন্ত বিষবৃক্ষ।

চীন ভারতকে টুকরো টুকরো করে ভাঙতে চায়

তপন কুমার ঘোষ

চীনের রাজধানী বেজিংয়ে অবস্থিত থিঙ্ক ট্যাঙ্ক-নাম 'চাইনা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ্'। তাদের ওয়েবসাইট <www.iiss.cn>-এ একটি গবেষণাপত্র গত ৮ই আগষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণা পত্রটির রচয়িতা ঝঙ্ গুয়ো ঝান্ লু গ্যাং, বা সংক্ষেপে ঝান্ লু (চীনা ভাষায় এর অর্থ 'রণকৌশল')। চীনের এশিয়া সংক্রান্ত নীতি বিষয়ক এই প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে যে এশিয়ার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য চীনের চেষ্টা করা উচিত ভারতকে ২০ থেকে ৩০ টা টুকরো করে ভেঙে দেওয়া।

সকলেই জানেন যে চীন একনায়কতন্ত্রী কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র, যেখানে মত প্রকাশের কোন স্বাধীনতা নেই। ১৯৮৯ সালে চীনের ছাত্র-যুবকরা রাশিয়ার গর্বাচেভ প্রবর্তিত গ্লাসনস্তের মতো স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার চাইতে গিয়ে গুলি খেয়েছে। ১৯৮৯ সালের ৪ জুন বেজিংয়ের তিয়েনান্মেন স্কোয়ারে এই দাবী জানাতে গিয়ে ৫০০০ চীনা ছাত্র সেদেশের স্বৈরতন্ত্রী কম্যুনিষ্ট সরকারের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। সুতরাং সেদেশে সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি অথবা ইন্টারনেটে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রকাশ হলে তাকে কারো ব্যক্তিগত মতামত ভাবার কোন অবকাশ নেই। সেই মতামত নিশ্চিতভাবে চীনের সরকারের অনুমোদিত মতামত।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে যে, বিশাল ভারতবর্ষ দেশটাকে এক করে রেখেছেন একটিমাত্র বস্তু তা হচ্ছে হিন্দুধর্ম। ১৯৪৭ সালে এই ভারত বিভাগটাও ধর্মের ভিত্তিতেই হয়েছিল। সুতরাং, ভারতকে একটি Hindu Religious State বলা যায়। কিন্তু এই হিন্দুধর্মের বিরাট দোষ হচ্ছে তার বর্ণব্যবস্থা বা জাতিবাদ। এই জাতিবাদের দ্বারা জাতিগত শোষণ ও বঞ্চনা ভারতের অগ্রগতি ও আধুনিকতার পথে বিরাট বাধা। কিন্তু ভারতের শাসকশ্রেণী এই জাতিবাদ ও জাতিগত শোষণ দূর করতে চায় না। সুতরাং ভারতের মধ্যে যে সকল খণ্ড বা আঞ্চলিক জাতিসত্ত্বা আছে, সেগুলিকে উৎসাহ ও মদত দিতে হবে যাতে তারা নিজ নিজ 'জাতিরাষ্ট্র' তৈরী করে। যেমন অসমীয়া, তামিল, কাশ্মীরী ও বাঙালিকে চীনের সাহায্য করা উচিত তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য।

এই প্রবন্ধে আরও খোলাখুলি বলা হয়েছে যে স্বাধীন আসাম গঠনের জন্য উল্ফা-কে সাহায্য করা উচিত, বাংলাদেশকে সাহায্য করা উচিত যাতে তারা পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠন করতে পারে। যদি একান্তই তা সম্ভব না হয়, তাহলে বাংলাদেশের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। এছাড়াও শ্রীলঙ্কার সাহায্য নিয়ে ভারতে স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র ও পাকিস্তানের সাহায্যে স্বাধীন কাশ্মীর গঠন করতে মদত দিতে হবে। এছাড়া নাগা ও অন্যান্য জনজাতিগুলিকেও স্বাধীনতার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। চীন সামান্য প্রচেষ্টা করলেই এইভাবে ভারতকে ২০ থেকে ৩০টা টুকরোতে ভাঙা সম্ভব হবে।

আর এইসব কাজ করার জন্য চীনের উচিত পাকিস্তান, মায়ানমার (বর্মা), বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে একটি মহাজোট গড়ে তোলা। এইভাবেই সুরক্ষিত হবে চীনের নিরাপত্তা ও এশিয়ার প্রগতি।

চীনের থিঙ্ক ট্যাঙ্কের এই গবেষণাপত্রটি দেখে স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে যায় ৪০-এর দশকে ভারতে কম্যুনিষ্টদের ভূমিকা। ১৯৪০ সালে যখন জিন্না ও মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবী করল, তখন এদেশের কম্যুনিষ্টরা রাশিয়ার স্ট্যালিনের দেওয়া 'থিয়োরি অফ সেল্ফ ডিটারমিনেশন' অনুসারে সেই পাকিস্তান দাবীকে সমর্থন করেছিল। বলেছিল, প্রত্যেক জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। ভারতে এরকম বাঙালি, বিহারী, উড়িয়া, মারাঠী ইত্যাদি ১৮টি ভাষাভিত্তিক জাতিসত্ত্বা আছে। তারা যদি চায়, তাহলে তাদেরকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, অর্থাৎ স্বাধীনতা দিতে হবে। রাশিয়ার অর্থদাস ও বুদ্ধিদাস ভারতের এই কম্যুনিষ্টদের মাথায় এই সহজ কথাটা এল না যে বাঙালি, বিহারী, মারাঠী যদি আলাদা আলাদা জাতি হয়, তাহলে মুসলমান আলাদা জাতি কি করে হবে? কারণ সকল ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেই তো মুসলমান আছে! আর মুসলমান যদি আলাদা জাতি হয়, তাহলে এই ভাষগোষ্ঠীগুলির মধ্যে মুসলিম বাদ দিলে আর কারা বাকী থাকে? তারা তো হিন্দু! অর্থাৎ হিন্দুত্ব-টা কমন্ ফ্যাক্টর হল। সুতরাং, তারা একটা জাতি। অর্থাৎ, কম্যুনিষ্টদের এই দুটো কাজ--- (১) ভারতে ১৮টি জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী এবং (২) মুসলিমদের জন্য পাকিস্তানের দাবী মেনে নেওয়া—এ দুটোকে মিলিয়ে দেখলে কম্যুনিষ্টদের আসল মতলবটা বোঝা যায়। তা হল, ভারতে মুসলমানরা যে যে ভাষারই হোক না কেন, তারা এক হয়ে তাদের একটা আলাদা দেশ করুক, আর হিন্দুরা ভাষাগতভাবে এক না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীতে টুকরো টুকরো হয়ে যাক। আহা! জাতীয় সংহতির কি অপূর্ব ফর্মূলা। এই কম্যুনিষ্টদের দেশদ্রোহী বললেও কি কম বলা হবে না? এতবড় বেইমান, এতবড় মাতৃঘাতক পৃথিবীর আর কোন দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

আজ সোভিয়েত রাশিয়া ১৫টা টুকরোতে ভেঙে গিয়েছে। অনেকগুলি জাতিসত্ত্বা সোভিয়েতের স্বৈরতান্ত্রিক মার্কস্বাদী বজ্রমুষ্ঠি থেকে নিজেদের স্বাধীন করে নিয়েছে। তাহলে আজ ভারতের কম্যুনিষ্টরা জবাব দেবে কি যে লেনিন-স্ট্যালিনের আমলে এদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কম্যুনিষ্ট বুটের নীচে দাবিয়ে রাখা হয়েছিল কেন? অর্থাৎ নিজেদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ কায়েম রেখে অন্য বড় দেশকে ভাঙার খেলা? আর এই খেলায় মদতদার আমাদেরই দেশের মাতৃগর্ভের কলঙ্ক কম্যুনিষ্টরা।

সেদিন রাশিয়া ভারতকে ভাঙার যে চক্রান্ত করেছিল, আজ চীন সেই একই চক্রান্ত করছে। সেদিন রাশিয়ার মত আজকের চীনও সাম্রাজ্যবাদী। তারা তাইওয়ান, হংকং ও তিব্বতকে গিলে নিয়েছে। অরুণাচলের দিকে শকুনের নজর। এবার গোটা ভারতকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে সেগুলোকে সহজেই হজম করে তার উদগ্র সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সাকে পূরণ করতে চায়। এটাই কম্যুনিষ্টদের প্রবৃত্তি। সেই পররাজ্য লিপ্সু সাম্রাজ্যবাদী চীনের দালাল এদেশের মাওবাদী ও নকশালরা। এরা দেশদ্রোহী এদের থেকে সাবধান। এরা ভারতকে চীনের অধীন করতে চায়। এরা ভারতবাসীকে চীনের ক্রীতদাসে পরিণত করতে চায়। এই চীনের দালালদের হাত থেকে ভারত ও ভারতবাসীর স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে।

ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে সংহতির প্রকাশ্য সভা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মহকুমা ক্যানিং। শিয়ালদহ রেলের একটি শাখার শেষ স্টেশন ক্যানিং। এই ক্যানিং স্টেশন সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডে ১৯ জুলাই রবিবার বিকালে সংহতির প্রথম প্রকাশ্য সভা। রোদ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সভাস্থল ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। প্রায় ৫০০ সংহতি কর্মী ও হাজার জনতায় উপচে পড়া এই সভায় পথচলতি মানুষেরাও দাঁড়িয়ে শুনেছেন বক্তব্য। সভায় প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ। রাজ্য নেতৃত্ব শ্রী উপানন্দ ব্রহ্মচারী ও প্রকাশ দাশ। সভার সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় মিঠাখালি বৈষ্ণব আশ্রমের সেবায়েত শ্রী হরেন্দ্রনাথ সাঁপুই।

বিভিন্ন বক্তার মাধ্যমে এই বিষয়টাই উঠে আসে যে ক্যানিং মহকুমার হিন্দুরা কি পাকিস্তানে বাস করছে? ক্যানিং অঞ্চলে সদ্য ঘটে চলা ঘটনা তাই বলে দেয়। ২০০১ সালের জনগণনা রিপোর্টে ক্যানিং ১ ও ২ ব্লকের মুসলিম জনসংখ্যা ৪৭.১৬ শতাংশ। ১৯৯১ সালে ছিল ৪৩.৯৬ শতাংশ। কোনো কিছু নিয়ে গণ্ডগোল হলেই হিন্দুর বাড়ী ভাঙচুর, হিন্দুর নারী অপহরণ, লুটপাট নিত্যকার ঘটনা। এই ঘটনায় আক্রান্ত হিন্দুর পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল বা নেতা থাকে না। পুলিশ প্রশাসনও থাকে বিপক্ষে। তাই কোন দলের বা নেতার বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুর মান ও সম্মান ও নারীর ইজ্জত রক্ষার জন্য সকল হিন্দুকে সচেতন হওয়ার ডাক দেওয়া হয়। বক্তাদের এই কথা শ্রোতাদের মনে নাড়া দেয়। সদ্য ৭ জুলাই মৌখালিতে ৫০-৬০টি বাড়ী ভাঙচুর, লুটের ঘটনায় জড়িতরা সকলেই মুসলিম। ক্যানিংকে বাংলাদেশ হতে দেব না এই আওয়াজ ওঠে শ্রোতাদের মধ্য থেকে।

ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা

উত্তর ২৪ পরগণার মিনাখা থানার আমদপুর বটতলা গ্রাম। গত ৪ আগষ্ট বটতলা হাইস্কুল মাঠে দুই টিমের ফুটবল খেলা চলছিল। খেলার মাঠে খেলতে খেলতে একজন পায়ে বল লেগে পড়ে যায়। সমস্যা মাঠেই শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু মাঠের বাইরের দর্শকদের মধ্য থেকে বাবু শেখ মাঠের ভিতর ঢুকে চৌধুরী পাড়ার একটি ছেলেকে প্রচণ্ড মারধর করে। তার প্রতিবাদ করতে গেলে শেখ পাড়ার বাচ্চা, বড় সকলে মিলে ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবাসীদের বক্তব্য, পরবর্তী সময়ে পুলিশ এসে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণে আনে।

মন্তব্য-সামান্য খেলাকে কেন্দ্র করে ছোট কলহে একটি সম্প্রদায়ের এরকম সম্মিলিত আক্রমণকে কি বলা হবে? ঐ সম্প্রদায়কে কি আপনি প্রতিবেশী বলে ভাবতে পারেন? আমাদের সম্প্রীতি কি এই সাম্প্রদায়িকতাকে আটকাতে পারবে? ঠিক করতে হবে আপনাকে।

চিন্তাশীল মানুষের মনের সঙ্গী চিন্তাবিদ শিবপ্রসাদ রায়,
শান্তনু সিংহ, কৃষ্ণকান্ত সরকার, শ্রী দেবজ্যোতি রায় ও নিত্যরঞ্জন দাস
প্রভৃতি লেখকের অসাধারণ বইগুলি অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।

দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই ✦ রক্তে যদি আগুন ধরে ✦ মারমুখী হিন্দু
শয়তানেরা ঘুমোয় না ✦ আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
আমি স্বামীজি বলছি ✦ বৈদিক তথা হিন্দু ধর্মের ভূমিকা
হিন্দুধর্ম, সভ্যতা ও ধর্মান্তরকরণ ✦ অপারেশন ছাড়াই হার্ট ব্লকেজের চিকিৎসা
মুসলিম রাজনীতি ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ
রিজওয়ান-প্রিয়াঙ্কার বিয়ে ও তসলিমা বিতাড়ন ✦ অটলবিহারী, তসলিমা এবং.....
মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ ✦ কাশ্মীর নেহেরু অমরনাথ

তপন কুমার ঘোষ ও নিত্যরঞ্জন দাস রচিত নতুন প্রকাশিত বইটি
ধর্ম– ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামি জেহাদ
এছাড়া আরও বিভিন্ন বইগুলি পাঠকদের মনে বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়েছে

প্রাপ্তিস্থান
চাইনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩
ফোনঃ২৩৬০-৪৩০৬, মোঃ৯৮৩০৫৩২৮৫৮
"দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তা-ই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ"

হাফিজ সঈদ, বেতুল্লা মেহসুদ ও ভারত সরকারের চু কিৎ কিৎ খেলা

তপন কুমার ঘোষ

বামদিক থেকে ঃ বেতুল্লা মেহসুদ, মনমোহন সিং, হাফিজ সঈদ

লস্কর-ই-তৈবা বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম জেহাদী জঙ্গী সংগঠন। এই লস্করের নীতি-নির্ধারক সংস্থা পাকিস্তানের জামাত-উদ্-দাওয়া। এর প্রধান হাফিজ সঈদ কে নিয়ে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে চু কিৎ কিৎ খেলছে। আর দেখা যাচ্ছে যে ভারত সরকারেরও এই চু কিৎ কিৎ খেলায় খুব উৎসাহ। আমেরিকার চাপে আর বিশ্বের চোখে ধুলো দিতে পাকিস্তান সরকার হাফিজ সঈদকে একবার গ্রেফতার করছে আবার ছেড়ে দিচ্ছে, বলছে এর বিরুদ্ধে জঙ্গী কার্যকলাপের তেমন কোন জোরালো প্রমাণ নেই। ভারত সরকার তড়িঘড়ি প্রমাণের দস্তাবেজ (ডোশিয়ার) পাঠাচ্ছে। সেটা পেয়ে পাকিস্তান আবার তাকে ধরবো ধরবো ভাব দেখাচ্ছে। যেন হাফিজকে গ্রেফতার করেই ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কত বড় একটা কাজ করে ফেলবে।

পাকিস্তান তো বিশ্ববাসীর চোখে ধুলো দিতে চাইছে, কিন্তু ভারত সরকার কার চোখে ধুলো দিতে চাইছে? এর আগেরবারও যখন মুম্বাই হামলার পর হাফিজ গ্রেফতার হয়েছিল তখন তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল। গৃহবন্দী অবস্থায় তার কোনরকম নাশকতামূলক কাজকে যে আটকানো যাবে না তা বুঝতে কি খুব বেশী বুদ্ধি লাগে? এর পরের বার যদি তাকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের জেলেও রাখা হয় তাতেই বা কি এসে যায়? সেখানে জেলও তো পাকিস্তান সরকারের অধীনে। আর আই. এস. আইও তো পাকিস্তান প্রশাসনেরই একটা অঙ্গ। সুতরাং, হাফিজ সঈদকে জেলে রেখে তাকে দিয়েই গোটা ভারতবর্ষে জেহাদী জঙ্গী কার্যকলাপ চালানো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার নয় কি? তাই হাফিজ এর বিরুদ্ধে নথিপত্র পাঠিয়ে পাকিস্তানে তাকে গ্রেফতার করিয়ে ভারতের কোন্ লাভটা হবে? বরং বিশ্বের চোখে ধুলো দিতে পাকিস্তানকে সহায়তাই করা হবে। অর্থাৎ একথা পরিষ্কার যে পাকিস্তান বিশ্বের চোখে ধুলো দিতে চাইছে, আর ভারত-সরকার চাইছে ভারতবাসীর চোখে ধুলো দিতে।

এক্ষেত্রে কি করা উচিত ছিল? যে অন্ধ তাকে দেখানো যাবে না, যে বধির তাকে শোনানো যাবে না, যে নপুংসক তার মধ্যে বীর্য্য সৃষ্টি করা যাবে না। এই সদ্য আমেরিকার কি করে দেখালো না তালিবান নেতা বেতুলা মেহসুদ এর ক্ষেত্রে? আফগানিস্তানে পাহাড়ে পর্বতে আমেরিকার সৈন্যরা বেঘোরে মারা পড়ছে তালিবানদের হাতে। এই তালিবানের পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নেতা বেতুল্লা মেহসুদ এর পাঁচটি কন্যা। এদিকে তার শরীর রোগে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পুত্রলাভের উদগ্র বাসনায় সে আবার বিয়ে করল এক পাকিস্তানী মেয়েকে। গত ৫-ই আগষ্ট ওয়াজিরিস্তান প্রদেশে তার এই নতুন শ্বশুরবাড়ীতে ছাদের উপর তার এই নতুন স্ত্রীর সঙ্গে পুত্রলাভের চেষ্টায় রত ছিল। সাতজন বডিগার্ড পাহারা দিচ্ছিল। ছাদের উপর কেন? ঐসব স্থান প্রচণ্ড গরম, রাত্রে ছাদের উপরটা একটু ঠাণ্ডা হয় সেই জন্য। আমেরিকার গুপ্তচর বাহিনী সদা সক্রিয়। খবর চলে গেল আমেরিকার সি. আই. এর সদর দফতরে। গুপ্তচর স্যাটেলাইটকে নির্দেশ দেওয়া হল। অন্ধকারেও দেখা যায় এমন শক্তিশালী লেসার ক্যামেরা স্যাটেলাইট থেকে জুম করা হল বেইতুল্লা মেহসুদের শ্বশুরবাড়ীর ছাদের উপর। পাকিস্তান ও আফগানিস্থানে অবস্থানরত আমেরিকার সেনাবাহিনীর কাছে খবর চলে গেল। এ্যাঙ্গেল, ডিগ্রী, লোকেশন সব তথ্য নিখুঁতভাবে জানিয়ে দেওয়া হল। জয় হোক বিজ্ঞানের। এসব করতে ১৫ মিনিটের বেশী সময় লাগল না। সেনাবাহিনীর ঘাঁটি থেকে 'ড্রোন' মিসাইল উড়ে গেল দুর্গম ওয়াজিরিস্তানের দিকে। আছড়ে পড়ল মেহসুদের শ্বশুর বাড়ীর ছাদে; নিমেষে বেতুল্লা মেহসুদ, তার বিবি ও সাতজন বডিগার্ড বেহেস্তে। আমেরিকা ফাইল পাঠালো না, ড্রোন পাঠালো।

আর আমাদের ভারত পাঠাচ্ছে ফাইল আর নথি। এদিকে ভারতের শহরে শহরে মারা পড়ছে নিরীহ ভারতবাসী। এক রেল দুর্ঘটনার জন্য পদত্যাগ করেছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। কিন্তু বর্তমানে ভারতে প্রধানমন্ত্রীদের লজ্জা নেই। তাঁরা দুকান কাটা। আর নকল পাগড়ি পড়া মনমোহন সিং তো প্রতিদিন সকাল বেলায় সোনিয়া গান্ধীর চরণামৃত পান করতে পারলেই নিজের জীবনকে ধন্য মনে করেন।

বাল্যকালে ছোট ছেলেরা কাঠি বা টিনের তরবারী নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করে, আর ছোট মেয়েরা খেলে চু কিৎ কিৎ। মনমোহন সিং, প্রণব মুখার্জী আর এস. এম. কৃষ্ণরা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার থেকেও চু কিৎ কিৎ খেলাটাই বেশী পছন্দ করেন। তাই এদের ভারতে জঙ্গী কার্যকলাপ ও মুম্বাই হামলার বিষয়ে পাকিস্তানকে নথি-প্রমাণ পাঠানো, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, মিটিং করা, যৌথ বিবৃতি— এই সবেই বেশী উৎসাহ। অর্থাৎ পাকিস্তানের সঙ্গে চু কিৎ কিৎ খেলতে চায় ভারত সরকার। খেলা হয়ে গেলে একসঙ্গে গলা জড়িয়ে ধরে একসঙ্গে বসে পেয়াজ লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খাবে। গত ২০ বছরে ৭০ হাজার ভারতবাসীর প্রাণ গেছে। কত মা পুত্র হারা হয়েছে, কত নারী স্বামী হারা হয়েছে তা এদের মনেও পড়ে না। নপুংসক না হলে, এদের দেহে মনে এক ফোটাও বীর্য্য থাকলে এটা সম্ভব হত না।

বনগাঁয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে সিপিএম তৃণমূল ও নক্‌শাল এক হয়েছে

গত ২৫ জুলাই বনগাঁ থানার ট্যাংরা কলোনী ও ২৬ জুলাই বাগদার হেলেঞ্চা মোড়ে হিন্দু সংহতির জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুটি জনসভাতেই প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ। তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি কিভাবে নির্লজ্জ মুসলিম তোষণের খেলায় নেমেছে। এই দলগুলি বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় তুলে তাদেরকে রেশন কার্ড করিয়ে দেয়, অথচ বাংলাদেশ থেকে মুসলিমের অত্যাচারে পালিয়ে আসা হিন্দুদের সঙ্গে কুকুরের মত আচরণ করে। এইভাবে তারা দেশের সর্বনাশ ক'রে পশ্চিমবঙ্গে আবার এক পাকিস্তান তৈরীর চক্রান্তে মদত দিচ্ছে। তপন ঘোষের এই বক্তব্যে এলাকায় সাড়া পড়ে যায়। বনগাঁ ও বাগদার হিন্দুদের মনকে স্পর্শ করে। তপন ঘোষ তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন যে সীমান্তবর্তী এলাকায় অনেক অবৈধ মসজিদ গজিয়ে উঠছে, জেহাদী সন্ত্রাসবাদীরা আশ্রয় নিচ্ছে ও এইসব এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে জাল নোট ঢুকে দেশের অর্থনীতিকে তছনছ করে দিচ্ছে। আর এই সমস্ত অবৈধ, দেশবিরোধী অপকীর্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি শুধু মুসলিম ভোটের জন্য। তপন ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, যে কোন সমাজে বা পরিবারে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করলে সেই পরিবার বা সেই সমাজ শিক্ষা দীক্ষা অর্থনীতিতে উন্নতি করতে পারে কি? তাহলে যে রাজনৈতিক দলগুলির মুসলিম ভাইদের উন্নতির জন্য রাতের ঘুম নেই, তাঁরা মুসলিম গ্রাম ও পাড়াগুলিতে গিয়ে, মসজিদ মাদ্রাসায় গিয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার প্রচার করছেন না কেন? ইফ্‌তার খেতে টুপি পড়ে তাদের পাড়ায় যেতে পারেন, আর এই কাজে যেতে পারেন না? তাহলে এই ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দলগুলি কি সত্যিই মুসলমানের ভাল চায়? নাকি শুধু তাদের ভোট চায়! তাই এই নির্লজ্জ তোষণ। কিন্তু এতো আত্মঘাতী। এ তো আমাদের সর্বনাশ করবে, আবার একবার দেশ বিভাগ করবে। এই আত্মঘাতী নীতি তো আবার একবার হিন্দুদেরকে উদ্বাস্তু করবে। তাই তপন ঘোষ আহ্বান জানান— এর বিরুদ্ধে সমস্ত হিন্দুকে রুখে দাঁড়াতে।

তপন ঘোষের এই জোরালো বক্তব্যে এলাকার হিন্দুরা বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত হয়। তাতে মুসলিম সমাজের মধ্যে যে সব দেশবিরোধী ও মৌলবাদী শক্তিগুলি আছে তারা এই হিন্দু জাগরণ দেশে শঙ্কিত হয়। তারা রাজনৈতিক দলগুলিকে মুসলিম ভোট হারানোর ভয় দেখায়। তখন মুসলমানের মনঃতুষ্টি করতে পরস্পরের চিরশত্রু রাজনৈতিক দলগুলি হাতে হাত মিলিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু সংহতির বিরোধিতা করতে। নানুর সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম মঙ্গলকোট সব ভুলে গিয়ে এক হয়ে যায় সিপিএম ও টিএমসি। আহা, মুসলিম ভোটের কি অপূর্ব মহিমা! আর যেহেতু হিন্দুর শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে তাই সদর্পে এসে গেল এলাকার মার্কামারা নকশাল কর্মী কৃষ্ণপদ বালা। এই নকশালরা ভারতের থেকে চীনকে বেশী ভক্তি করে যে চীন ভারতকে ৩০টা টুকরোতে ভাঙতে চায় (দ্রষ্টব্যঃ বর্তমান পত্রিকা, ১২ আগষ্ট' ০৯)। শুধু তাই নয়, হিন্দুর বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে পড়ল আনন্দমার্গী ট্যাংরা কলোনীর অসীম বিশ্বাস। হিন্দু ও হিন্দু সংগঠনকে গালিগালাজ করতে এত মধু যে আনন্দমার্গীও ভুলে গেল কিভাবে ১৯৮৩ সালে বিজন সেতুর উপর জ্যোতি বসুর বাড়ীর কাছে সিপিএম ক্যাডাররা ১৭জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। সেই সিপিএমের সঙ্গে একমঞ্চে বসে গলাবাজি করল আনন্দমার্গী অসীম বিশ্বাস।

গত ৮ আগষ্ট ট্যাংরা কলোনীতে ও ১০ আগষ্ট আড়সিংড়ি গ্রামে শান্তিরক্ষা কমিটির নামে মিটিং করে মাইকে চেঁচিয়ে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংহতির নামে অজস্র কুৎসা প্রচার করলেন এক মঞ্চে বসে সিপিএম নেতা সাধু সরকার ও তুষার বসু, টি. এম. সি. নেতা কিশোরী বিশ্বাস, আয়ুব হোসেন মণ্ডল, মধু মিস্ত্রি (পঞ্চায়েত সদস্য), নকশাল নেতা কৃষ্ণপদ বালা ও ডাঃ আশীষকান্তি হীরা, আনন্দমার্গী অসীম বিশ্বাস ও আরও কয়েকজন। এঁদের মহান ঘোষিত উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মের শ্রাদ্ধ করা, আর অঘোষিত উদ্দেশ্য— মুসলমানের মনঃতুষ্টি করা। এইসব হিন্দুবিরোধী নেতাদের বেশীরভাগই নিজেরা বা ওদের বাপ-ঠাকুরদারা মুসলমানের খেদা খেয়ে নিজেদের মা-বোনের ইজ্জত বাঁচাতে রিফিউজী হয়ে এই পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছেন। এঁদের এত মুসলিম প্রীতি নিয়েও এরা বাংলাদেশে থাকতে পারেনি। আর এখানে এসেও এই রাজ্যটাকে বাংলাদেশ তৈরী করার মহান কাজে নেমেছেন এইসব নেতারা, শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার মধুপান করার জন্য।

এইসব নেতাদের মনে রাখা উচিত, বনগাঁ বাগদার সংখ্যালঘু মুসলিম ভোট পেতে এঁরা যে সর্বনাশা খেলায় নেমেছেন, এটা বুমেরাং হতে পারে। বনগাঁ বাগদার হিন্দু ভোট এদের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। আর হিন্দু সংহতির কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গের মাটি বাঁচাতে, হিন্দু মা-বোনের ইজ্জত বাঁচাতে আর ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় জীবনপণ করে ময়দানে নেমেছে। এই মুসলিম তোষণকারী নেতাদের হুমকিতে তারা ঘরে ঢুকে পড়বে না।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে

ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com